মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে ক্ষমতায় ফিরতে পারে কংগ্রেস : ওপিনিয়ন পোল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : দেশের তিন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয় ঘটতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টির। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড় নিয়ে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ পরিচালিত বিজেপির পক্ষে এই দুঃসংবাদটি শোনা গেছে সাম্প্রতিক ওপিনিয়ন পোলে। এই ওপিনিয়ন পোল পরিচালনা করেছে এবিপি নিউজ-সি ভোটার। তারাই শুনিয়েছে বহু বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার পর এবার এম পি, ছত্তিশগড় ও রাজস্থান থেকে সরতে হতে পারে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত বিজেপিকে। এই সমীক্ষা থেকে আরও জানা গেছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই তিন রাজ্যেই রাহুল গান্ধি পরিচালিত কংগ্রেস অপ্রত্যাশিত ফল করতে পারে।

প্রসঙ্গত, রাজস্থান নিয়ে কংগ্রেস একেবারে গোড়া থেকেই প্রায় নিশ্চিত। কারণ বসুন্ধরা রাজের নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দলের অন্দরেই ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। ললিত মোদীকে দেশ ছাড়তে সাহায্য করা ছাড়াও আরও নানাবিধ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গেছে বসুন্ধরার নাম। ফলে ওই রাজ্যে যে কংগ্রেস ফিরছে তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। সমীক্ষার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, রাজস্থানে সম্ভবত কংগ্রেস সবচেয়ে ভাল ফল করতে চলেছে। রাজ্য দলের সভাপতি শচীন পাইলট ভোটদাতাদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পছন্দ বলেও সমীক্ষায় জানা গেছে।

রাজস্থান ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়েও দীর্ঘ ১৫ বছর পর ক্ষমতায় ফিরতে পারে কংগ্রেস। তবে রাজস্থানের মতো এই দুই রাজ্যে জয় হয়তো তত মসৃণ হবে না। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার যে গুঞ্জণ শুরু হয়েছে তা আগামী নির্বাচনেও অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে। সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, রাজস্থানের মতো নয়, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে আসনের ফারাক হয়তে সামান্যই হবে। এই দুই রাজ্যেই সামান্য ভোটে জয়ের মুখ দেখতে পারে কংগ্রেস। মজার কথা হল, ওপিনিয়ন পোল যখন ৩ রাজ্যেই কংগ্রেসের জয়ের কথা বলছে, ঠিক সেই সময় বিজেপি তিন রাজ্যেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রেকর্ড জয়ের স্বপ্ন দেখছে। শনিবার তারা এই রেকর্ড জয় নিয়ে তাদের আস্থার কথাও জানিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবেন।

বিজেপির প্রবীণ নেতা ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের দাবি, এই তিন রাজ্যেই মন্ত্রিসভা কঠোর পরিশ্রম করেছে। নেওয়া হয়েছে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা। জনসাধারণ সরকারের পারফরম্যান্স দেখেই তিন রাজ্যে বিজেপিকে ভোট দেবেন বলেও দাবি করেছেন প্রসাদ।

অন্যদিকে ওপিনিয়ন পোলে দাবি করা হয়েছে, এখনই যদি এই তিন রাজ্যে বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হয়, তবে কংগ্রেস রাজস্থানে ১৪২টি আসন পেতে পারে। সেখানে বিজেপি পেতে পারে ৫৬টি আসন। কংগ্রেস নেতা বয়সে তরুণ শচীন পাইলট বসুন্ধরা রাজের থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে অনেক বেশি জনপ্রিয়। ৩৬ শতাংশ ভোটদাতা যখন মুখ্যমন্ত্রীর পদে তাঁকে চেয়েছেন, তখন রাজের ক্ষেত্রে প্রথম পছন্দের ভোট পড়েছে মাত্র ২৭ শতাংশ। রাজ্যের প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলটও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ২৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

ওপিনিয়ন পোলে দাবি করা হয়েছে, ২৩০ সদস্যবিশিষ্ট মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেস পেতে পারে প্রায় ১২২টি আসন। অন্যদিকে ৯০ সদস্যবিশিষ্ট ছত্তিশগড় বিধানসভায় দল পেতে পারে ৪৭টি আসন। ওই দুই রাজ্যে বিজেপির ভাঁড়ারে যেতে পারে যথাক্রমে ১০৮ ও ৪০টি আসন। তবে এই দুই রাজ্যেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা যথেষ্ট থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর হট সিটে কিন্তু ভোটদাতারা শিবরাজ সিং চৌহান ও রমন সিংকেই দেখতে চেয়েছেন। কংগ্রেস এবং বিজেপি দু'দলই মধ্যপ্রদেশে পেয়েছে ৪২.২ ও ৪১.৫ শতাংশ এবং ছত্তিশগড়ে ৩৮.৯ ও ৩৮.২ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে এই দুই রাজ্যে শাসকদলের সঙ্গে কংগ্রেসের। দিনের শেষে সাফল্যের মুখ দেখার কথা অবশ্য কংগ্রেসেরই। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপি যথাক্রমে ১৬৫, ১৪২ ও ৪৯টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৫৮, ২১ ও ৩৯টি আসন। বিগত পাঁচ বছরে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এতটাই বেড়েছে যে, কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে বিপুল পরিমাণে ভোট পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শনিবারই নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, মিজোরাম, রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানায় ১২ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে ভোট নেওয়া হবে। ছত্তিশগড়ে সম্ভবত দুটি পর্যায়ে ভোট হবে। ১২ এবং ২০ নভেম্বর। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশ ও মিজোরামে একদিনই ভোট হবে। দিনটি ২৮ নভেম্বর। রাজস্থান ও তেলেঙ্গানাতেও ৭ ডিসেম্বর অর্থাৎ একদিনেই ভোট নেওয়া হবে। পাঁচ রাজ্যেই ১১ ডিসেম্বর একসঙ্গে ভোটগণনা শুরু হবে। কংগ্রেস ও বিজেপি দু'দলই কার্যত মরিয়া হয়ে এই পাঁচ রাজ্যেই প্রচার শুরু করে দিয়েছে। তবে আসন্ন উৎসবের মরশুমের জন্য প্রচার সামান্য বন্ধ আছে। উৎসবের শেষেই পাঁচ রাজ্যে জোরদার প্রচার শুরু হবে বলে দু'দলের তরফে জানানো হয়েছে।

ওয়াহাটিতে ৫৫ কিলোমিটার পূর্বে পবিতোড়া অভয়ারণ্যে পর্যটকদের জন্য অপেক্ষমান হাতির পাশে দাঁড়িয়ে এক বনরক্ষক।

দেশ থেকে ৩ বছরের মধ্যেই পুরোপুরি উচ্ছেদ করা হবে নকশালবাদকে : রাজনাথ

নয়াদিল্লি/লখনউ, ৭ অক্টোবর : দেশ থেকে উগ্র বামপন্থী মতবাদকে খুব তাড়াতাড়ি পুরোপুরি পাততাড়ি গোটাতে হবে বলে আশাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং। উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) বিশেষ শাখা র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের (আরএএফ) ২৬তম জন্মবার্ষিকীতে সিং এই মন্তব্য করেছেন। র‍্যাফ ও সিআরপিএফের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর ভাষণে বলেছেন, এই দুই কেন্দ্রীয় সংস্থারই কাজের গতি যথেষ্ট তীব্র। কিন্তু কখনওই দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নকশাল তথা মাওবাদীদের প্রভাব যখন বাড়ছে ঠিক তখনই রাজনাথের এই মন্তব্যে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি হয়েছে। লখনউতে র‍্যাফের ২৬তম বার্ষিকীর উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ''আপনারা আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। আগামী এক থেকে দু'বছর বা তিন বছরের মধ্যেই দেশ থেকে পুরোপুরি পাততাড়ি গুটোতে হবে নকশালবাদীদের। সিআরপিএফ যদি তাদের কাজে একনিষ্ঠ থাকে, কঠোর পরিশ্রম করে এবং সাহস দেখায় তবে এই কাজ দ্রুত সম্ভব হবে। রাজ্য পুলিশকেও তিনি একই উপদেশ দেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরও বলেন, নকশালদের হিংসার ফলে দেশের বিভিন্ন জেলা এখনও উপদ্রুত হয়ে রয়েছে। তবে সংখ্যাটা ১২৬ থেকে কমে ১০-১২টি জেলায় পরিণত হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরই নকশালদের বাড়বাড়ন্ত কমেছে। দেশ থেকে উগ্র বামপন্থীদের সমূলে উচ্ছেদ করতে সিআরপিএফ ও র‍্যাফ যেভাবে কাজ করছে, সেজন্য তাদের অভিনন্দনও জানিয়েছেন সিং।

এদিন সিআরপিএফ ও র‍্যাফের হাতে ঠিক কতজন মাওবাদী বা সন্ত্রাসবাদীর চলতি বছরে মৃত্যু হয়েছে তারও একটি তালিকা দেন তিনি। সিংয়ের তালিকা অনুযায়ী, চলতি বছরে র‍্যাফ ও সিআরপিএফ-এর হাতে ১৩১জন মাওবাদী ও জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতে, জম্মু-কাশ্মীরে সিআরপিএফকে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেকথাও তারা সন্ত্রাসবাদীদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, ''কাশ্মীর আমাদের ছিল, আছে ও থাকবে। বিশ্বের কোনও শক্তির ক্ষমতা নেই কাশ্মীরকে ভারতের থেকে ছিনিয়ে নেয়।'' বেশকিছু যুবক সন্ত্রাসবাদীদের জন্মু ও কাশ্মীরে পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু সিআরপিএফ, র‍্যাফ, সেনাবাহিনী, বিএসএফ এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ দেশের অখণ্ডতাকে ধরে রেখেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, দেশের সব পুলিশি শক্তি 'সিভিলাইজড ইউনিট'। তাদের গায়ে 'নিষ্ঠুর' বলে যে তকমা সেঁটে দেওয়া হয় তা কখনওই উচিত নয়। একজনের জানা উচিত, কীভাবে ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সিআরপিএফ কর্মীদেরও জানতে হবে তাদের কর্তব্য এবং তাঁদের অফিসারদের জানতে হবে কখন, কোথায় বাহিনীকে ব্যবহার করবেন তার হদিশ। প্রসঙ্গত, র‍্যাফের ১০টি ব্যাটেলিয়ন রয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। পাঁচটি নতুন বেস হল জয়পুর, বারাণসী, ম্যাঙ্গালোর, হাজিপুর (বিহার) এবং ন্যু (হরিয়ানা)।

দুষ্কৃতীদের প্রহারে বিহারে গুরুতর জখম ৪০ ছাত্রী হাসপাতালে

ত্রিবেণীগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : প্রায় নিয়মিত তাদের দেখলেই টিকা-টিপ্পনি কাটা হত। অশ্লীল মন্তব্য ছুড়ে দেওয়া হত। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, বিহারের ত্রিবেণীগঞ্জ জেলার দাপরথা গ্রামে কস্তুরবা গান্ধি স্কুলের ছাত্রীরা। ইভ টিজিং ও অন্যান্য অপমানের মাশুল দিতে হল তাঁদের। জানা গেছে, ৪০ ছাত্রীকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করে কিছু দুষ্কৃতী। গুরুতর জখম হয়ে তাঁদের অনেকেই এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। তবে কয়েকজনকে বিপদমুক্ত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা তাদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন। তাদেরও চিকিৎসা চলছে। ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই দুষ্কৃতীরা ত্রিবেণীগঞ্জে দাপরথা গ্রামের কস্তুরবা গান্ধি স্কুলের আশেপাশে থাকত। ছাত্রীরা স্কুল থেকে বের হলেই তাদের নানাভাবে উত্তক্ত করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এই দুষ্কৃতীদের। যখন ছাত্রীরা তাদের কাজের প্রতিবাদ জানায়, তখনই তারা স্কুলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের বেদম প্রহার করে।

ওই স্কুলের ওয়ার্ডেন দাবি করেছেন, ছাত্রীরা যখন খেলছিল, সেই সময়ই দুষ্কৃতীরা স্কুলে ঢুকে তাদের উদ্দেশে কুৎসিত মন্তব্য করতে থাকে। ছাত্রীরা প্রতিবাদ জানালে শুরু হয় বেদম প্রহার। বন্ধুদের বাঁচাতে এসে বাকি ছাত্রীরাও মার খায়। গুরুতর জখম হয় একাধিক ছাত্রী। এরপরই স্কুল ছেড়ে পালায় তারা। স্কুলের শিক্ষিকারা ঘটনার পরই ছাত্রীদের হাসপাতালে নিয়ে যান। যোগাযোগ করা হয় পুলিশের সঙ্গে। ত্রিবেণীগঞ্জ পুলিশ ওই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে। জেলাশাসক বৈদ্যনাথ যাদব নির্দেশ দিয়েছেন, কোনওভাবেই যেন বিষয়টিকে হালকা করে দেখা না হয়। তিনি অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করারও নির্দেশ দিয়েছেন। শুরু হয়েছে তল্লাশি। যদিও অভিযুক্ত দুষ্কৃতীরা ঘটনার পরই গ্রাম ছেড়ে পালায় বলে জানা গেছে। কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদের জেরা করে বাকিদের সন্ধান পাওয়া যাবে বলেও মনে করছে পুলিশ। এদিকে স্কুলের নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। আবাসিক স্কুলটির হস্টেলে পুলিশ মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। বিরোধী দল আরজেডি এই ঘটনার পরই রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তুর্কি শিক্ষক নিয়োগে সম্মত

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : ছাত্ররা অনেক দিন ধরেই তুর্কি ভাষার শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেই দাবি মেনে নিল। তবে ছাত্ররা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র মৌখিক আশ্বাসই পাওয়া গেছে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। অন্যদিকে প্রশাসনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ছাত্রদের সব দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক দিন ধরেই তুর্কি ভাষার কোনও শিক্ষক নেই। এ নিয়ে ছাত্ররা শুক্রবার থেকে ধর্নায় বসে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ডেকে পাঠিয়ে বৈঠকও করেন। সেই বৈঠকে ছাত্রদের অধিকাংশ দাবি মেনে নিতে রাজিও হন তারা। বিক্ষোভকারী ছাত্ররা পরে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মৌখিক আশ্বাস দিয়েছে। সেই কারণেই তারা প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখছেন না। কারণ এর আগেও প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরে গিয়েছিল। এজন্য তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস চেয়েছেন।

বিক্ষোভকারী ছাত্রদের দাবি, প্রশাসন যদি প্রতিশ্রুতি দিতে পারে তবে কেন লিখিত আশ্বাস তা দেওয়া হবে না। আসলে আন্দোলনকে থামাতে এই প্রশাসন এ ধরনের নেতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ধারণা তাদের। ছাত্ররা দাবি জানিয়েছেন, এমএমএজে অ্যাকাডেমি অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ভবনটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করার বিরুদ্ধেও তারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ছাত্ররা ডঃ মহসিন আলিকে তুর্কি ভাষার শিক্ষক হিসেবে চেয়েছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল, মহসিন আলির মতো জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এক্ষেত্রে সঠিক নির্বাচন হবে।

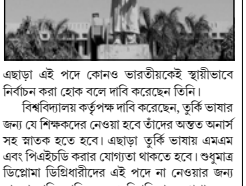

এছাড়া এই পদে কোনও ভারতীয়কেই স্থায়ীভাবে নির্বাচন করা হোক বলে দাবি করেছেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, তুর্কি ভাষার জন্য যে শিক্ষকদের নেওয়া হবে তাঁদের অন্তত অনার্স সহ স্নাতক হতে হবে। এছাড়া তুর্কি ভাষায় এমএম এবং পিএইচডি করার যোগ্যতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের এই পদে না নেওয়ার জন্য ছাত্ররা দাবি জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তরফে এক মুখপাত্র শনিবার জানান, ছাত্রদের দাবিগুলি মেনে নেওয়া হয়েছে। সোমবার থেকেই জামিয়া মিলিয়ায় যোগ দিচ্ছেন দু'জন তুর্কি ভাষার শিক্ষক। ছাত্ররা ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দিকেও আঙুল তুলেছেন। তাদের অভিযোগ, প্রশাসন গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করছে যে কেবলমাত্র তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররাই বিক্ষোভে অংশ নেয়। কিন্তু একথা সৈবৈব মিথ্যা। এছাড়া ছাত্রীদের জোর করে ধর্নায় বসতে বাধ্য করা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ যে গুজব ছড়িয়েছেন তারও নিন্দা করেছে ছাত্ররা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে। প্রয়োজন হলে আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধর্মঘটারি দিয়েছেন তারা।

গুজরাত সকলের জন্য নিরাপদ : অল্পেশ

আহমেদাবাদ, ৭ অক্টোবর : বিভিন্ন প্রদেশের কর্মীরা গুজরাত ছেড়ে চলে যাচ্ছেন একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনার কারণে জানার পরই এই ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন রাধানপুরের কংগ্রেস বিধায়ক অল্পেশ ঠাকুর। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে এক কিশোরীকে (১৪) ধর্ষণের অভিযোগে ব্যাপক হিংসা দেখা দিয়েছে গুজরাতের বিভিন্ন জেলায়। ফলে আতঙ্কে অন্য রাজ্য থেকে গুজরাতে কাজ করতে আসা শ্রমিক, কর্মীরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক অল্পেশ ঠাকুর বলেছেন, সব ভারতীয়ই গুজরাতে নিরাপদ। কারণ গুজরাতিরা কখনও হিংসার কথা বলে না। তাঁরা বরং শান্তির কথাই বলেন। রাধানপুরে সম্প্রতি হিংসার পিছনে যে ক্ষত্রিয় ঠাকুর সেনা রয়েছে এবং তাঁরাই গুজরাতি নন এমন মানুষের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, বিহার থেকে কাজ করতে আসা শ্রমিক রবীন্দ্র সাহকে পুলিশ ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় একটি সেরামিক কারখানায় কাজ করতেন শাহ। শাহকে গ্রেফতারের পরই ক্ষত্রিয় ঠাকুর সেনা দাবি করেছে, অন্য রাজ্য থেকে আসা কর্মীদের গুজরাতে চাকরি দেওয়া উচিত নয়। কারণ তারাই এখানে আইনশৃঙ্খলা ভাঙছে। এর ফলে মেহসানা, গান্ধিনগর, সবরকান্থা, কাতান ও আহমেদাবাদ জেলাতেও হিংসা দেখা দিয়েছে।

আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কথা শুনিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাই ইদুরি-চেরুথনি বাঁধের শাটার তুলে দেওয়া হল জল কমানোর জন্য।

'সরি' বলে দুঃখপ্রকাশ যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত লেখক চেতন ভগতের

নয়াদিল্লি/মুম্বই, ৭ অক্টোবর : 'সরি' বলে অভিযোগের ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে চাইলেন দেশের বেস্ট সেলিং লেখক চেতন ভগত। শনিবার তিনি একটি দীর্ঘ ফেসবুক পোস্ট করেছেন। সেখানে যৌন হেনস্থার যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে সেজন্য ক্ষমাও চেয়েছেন। অথচ এই চেতন বলিউডের অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত যখন নানা পাটেকার ও পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ করেন তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

তনুশ্রীর পাশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গান্ধি থেকে শুরু করে অনেকেই এসে দাঁড়িয়েছেন। বলিউডের তোবটেই, সারা দেশেরই অনেক কীর্তিমান মানুষের বিরুদ্ধেই অভিযোগের পাহাড় জমতে শুরু করেছে। দেশের বেস্ট সেলার লেখক চেতন ভগতের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ উঠেছে। একমহিলা সাংবাদিক অভিযোগ করেছেন, তাঁকে আপত্তিজনক হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠাতেন চেতন। চেতন যেসব কথা বলছেন, তা ছড়িয়ে পড়েছে স্ক্রিনশট ও সোশ্যাল মিডিয়ায়। ক্ষমা চেয়েছিলেন চেতন। তবে মহিলা সাংবাদিক এই যৌন হেনস্থার বিষয়টি এত সহজে ছাড়তে রাজি নন।

'মিটু' আন্দোলনের জের অনেকদূর গড়াবে বলেই মনে করছেন বলিউডের একাংশ। কারণ ভগত স্বীকার করেছেন, ওই মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। তবে সেটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক বলে দাবি করে চেতন বলেছেন, তিনি হয়তো বন্ধুত্ব ভেবে বিষয়টিকে ভুল করেছিলেন। দেশের বেস্ট সেলার লেখকের আরও দাবি, তাঁদের দু'জনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল সেখানে কোনও শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। দু'জনের মধ্যে কোনও কুৎসিত ছবি ও শব্দ বিনিময়ও হয়নি। অনেকটা আগ বাড়িয়ে চেতন সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন, তাঁর স্ত্রী অনুসূয়াও এ বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন।

অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত নানা পাটেকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয়েছে। আন্দোলন শুরুর কথাও ভাবছেন অনেকেই। সেই আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ল এবার চেতন ভগতের উপর।

পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির জন্য রীতিমতো খ্যাতি ছিল চেতনের। সেই ভাবমূর্তি যাতে কালিমালিপ্ত না হয়, সেজন্য ভগত ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট করেছেন। ভগতের দাবি, যে স্ক্রিন শট কয়েকঘণ্টা আগে কেউ একজন শেয়ার করেছেন, তা তাঁর জীবন থেকে বেশ কিছুটা অমূল্য সময় কেড়ে নিয়েছে। এ নিয়ে স্ত্রী অনুসূয়ার সঙ্গে যে তাঁর কথা হয়েছে, সেকথা জানিয়ে ভগত বলেছেন, যা সত্যি তা তিনি স্ত্রীকে জানিয়েছেন।

এরপরই ভগত লিখেছেন যে স্ক্রিন শট বেশ কয়েকবছরের পুরনো তা নিয়ে অনর্থক জলঘোলা হচ্ছে। তিনি সত্যি সত্যি বন্ধুত্ব চেয়েছিলেন। ওই মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ বিশ্ববাসী চমৎকার ওই মহিলাকে তাঁর ভালমানুষ বলেই মনে হয়েছিল।

নিজের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা খণ্ডন করতে গিয়ে ভগত লিখেছেন তিনি যে বিবাহিত সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকায় কখনও ওই মহিলার সঙ্গে কোনওরকম কুৎসিত আচরণ করেননি। হতে পারে, তিনি বন্ধুত্বের ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু বহুদিন আগের বিষয়টি নিয়ে ফের নাড়াচাড়া শুরু হওয়ায় তিনি গভীরভাবে দুঃখিত। ভগত লিখেছেন, তাঁর সাম্প্রতিক বইটিও মহিলাদের নিয়ে লেখা। ওই বইতেও মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা আলোচিত হয়েছে। ফেসবুকের একেবারে শেষ পর্বে এসে ফের তাঁর কৃতকর্মের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং স্ত্রী অনুসূয়ার প্রতিও সহমর্মিতা থেকেই যে তাঁর এই কাজ বিস্মৃত হবেন সকলে, সেই আশাও প্রকাশ করেছেন। অনুসূয়ার জীবনে এই ঘটনা প্রথম। তবে স্ত্রী যে বিষয়টি ভালভাবে গ্রহণ করেছেন তা নিয়েও নিশ্চিত তিনি। চেতন ভগতের টুইটারে এই পোস্ট নিয়ে একইসঙ্গে সমর্থন ও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এমনকি আলোচনায় চলে এসেছে তাঁর সম্প্রতি লেখা বই, 'দ্য গালহিনরম ১০৫'।

ভগত ছাড়া ইতিমধ্যেই বলিউডের একাধিক খ্যাতিমান পরিচালকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আরও অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠবে। চেতন ভগতের মতো কেউই এভাবে পোস্ট করে বিষয়টির নিষ্পত্তি চাননি। বলিউডের অভিনেত্রীদের অনেকেরই দাবি, আসলে অভিযোগ যাদের নামে উঠেছে তাঁরা অভিযুক্ত হলে করার কিছু নেই।

GOVERNMENT OF INDIA, DEPARTMENT OF SPACE
INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION
(CONSTRUCTION & MAINTENANCE GROUP)
ISRO TELEMETRY TRACKING AND COMMAND NETWORK (ISTRAC)
Plot No. 12 & 13, 3rd Main, 2nd Phase,
PEENYA INDUSTRIAL AREA, Bengaluru-560 058
Ph: 080-28094102, 4541 Fax: 080-28094180

BRIEF E-TENDER NOTICE

1. On behalf of President of India, item rate E-Tenders is invited from Contractors of appropriate class for following work

NIT No.: ISTRAC/CMG/E/PBR/MAINT/E-TENDER-50/2018-19 Dated: 05.10.2018

Name of Work: Operation and Maintenance Contract for Electrical systems and A.C Plant at ISTRAC, G/S, Port Blair.	
Estimate Cost put to Tender	Rs. 7.45 Lakhs
Tender Document details	E-Tender
Period of Completion in months reckoned from the 15th Day of date of issue of work order	12 months (With a provision to extend the contract further for a period of one year with same terms and conditions).
Period during which tender document can be downloaded	From 08.10.2018 to 19.10.2018 till 14.00 hrs.
Bid Clarifications	From 09.10.2018 to 20.10.2018 till 16.00 hrs.
Last date of reply to Bid Clarification	22.10.2018 upto 11.00 hrs.
Last date & time for receipt of tenders	23.10.2018 upto 14.30 hrs.
Due date and time of opening of tenders	30.10.2018 after 11.00 hrs.
Earnest money deposit (EMD)	Rs.14,900/-

2. Interested Tenderers may please refer Detailed Notice Inviting Tender (NIT) for eligibility criteria and other details in website: www.isro.gov.in and download the tender documents from www.tenderwizard.com/ISRO

GROUP DIRECTOR-CMG, ISTRAC